OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 – 490
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 482 - 490
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতার কাব্যভাষাশৈলী

রোমিও সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID: romioatfacebook@gmail.com
0009-0000-1055-251X

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Illness, death, bed, cigarette, shoes, night, road, etc.

Abstract
Poet Bhaskar Chakraborty was able to elevate seemingly trivial and ordinary subjects into exquisite poetic beauty through the power of his creative construction. There is no longer any doubt that in the 1960s he succeeded in developing a distinct poetic language of his own. Poetry came into his life like a radiant light, and he wished to live by holding onto it. In the style and language of his poetry, motifs such as the loneliness and isolation of the middle-class individual, melancholy, illness, death, cigarettes, and nighttime recur frequently. Reading his poetry does not require much effort from us, because the images he employs are familiar and recognizable to all. It feels as though we are witnessing scenes from our own everyday, ordinary lives within his poems.

Discussion

"বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।
...
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।"[১]

কবিকে তাঁর জীবনচরিতে না পাওয়া গেলেও কবির কবিতার মধ্যে বিশেষ শব্দের ব্যবহারে, শব্দ ও বাক্যের গঠনে এবং বাক্য সজ্জায় শব্দের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কবি মানসিকতার কোন না কোন রূপ অথবা কোন না কোন চিহ্ন প্রতিফলিত হতে বাধ্য। বীজের মধ্যে যেমন পরিণত ফলের উপাদান থাকে, ঠিক তেমনি কবির ভাষা ও শৈলীর মধ্যে তাঁর নিজস্ব Signature বা স্বাক্ষর থেকে যায়। আমরা ভাষা ও শৈলীর আলোকে কবি ভাস্কর চক্রবর্তী'র কাব্যভাষা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 – 490
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসে ষাটের দশকে যে সমস্ত কবিরা কবিতা লিখতে এসেছিলেন কবি ভাস্কর চক্রবর্তী তাদের মধ্যে অন্যতম। কবি দেবারতি মিত্র, অরুণেশ ঘোষ, তুষার রায়, বেলাল চৌধুরী, শামশের আনোয়ার প্রমুখ কবিদের মতো ভাস্কর চক্রবর্তীও বাংলা কবিতার ভুবনে নিজস্বতার ছাপ রেখে গিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি উত্তর কলকাতার বরানগরে একেবারে সাধারণ পরিবারে কবির জন্ম হয়। পরবর্তীকালে যখন তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন, তখন তাঁর কবিতা লেখার ব্যাপারে যে নিজস্ব একটি অভিমত ছিল সেটি জানা যায়। তিনি একরকম জবাবদিহি-এর মতো করেই বলেছিলেন যে–

> "কেন লিখতে এসেছিলাম কবিতা? ছেলেবেলা থেকেই জীবন আমাকে যারপরনাই বিস্মিত করত। সকলেরই যেমন থাকে, আমার জীবনের পাশেও একটা আলো জ্বলত, মায়াবি এক আলো। আমার মতো-গরিব বাড়ির-এক পাঠবিমুখ ছেলের কাছে, কবিতা এসেছিল এক মুক্তির আশা নিয়ে। মহৎ কবিতা লিখতে পারলে-আঠারো-উনিশ বছর বয়সে বেশ একটু ভুলই ভেবেছিলাম যে-ভালো চাকরি-বাকরি পাওয়া যাবে একটা। নিদেনপক্ষে, কোনও খবরের কাগজে। দারিদ্র্য অবশ্য কোনও কালেই ঘোচেনি। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এই, কবিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভালোবাসার এমনই এক অলৌকিক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, চাকরি-বাকরি নিয়ে আমি তারপর কখনওই আর সেরকম মাথা ঘামাইনি।"[২]

কবির এই স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়েই কবিতার প্রতি তাঁর আজীবন ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। কোনরকম বিলাসিতা বা অবসর যাপনের বিনোদনের জন্য জন্য নয় বরং কবিতাকে ভালোবেসে তাকে সঙ্গে নিয়ে বাঁচবার এক রকমের আকূতি কবির উপরিক্ত কথাগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ১৯৭১ সালে কবির প্রথম কবিতার বই 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' প্রকাশিত হয়। এরপরে ধীরে ধীরে 'এসো সুসংবাদ এসো', 'রাস্তায় আবার', 'দেবতার সঙ্গে', 'আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে', 'স্বপ্ন দেখার মহড়া', 'জিরাফের ভাষা' ইত্যাদি প্রায় দশটি কাব্যগ্রন্থ এবং কিছু অনুবাদ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই কবি ভাস্কর চক্রবর্তী নিজস্ব ভাষা খুঁজে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই বিষয়ে জয় গোস্বামীর একটি মন্তব্যকে আমরা উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করছি। তিনি বলেছেন –

> "সেরকম কবি সর্বদাই দুর্লভ, যিনি নতুন একটি কাব্যভাষার জন্ম দিতে পারেন। ১৯৭১-এ প্রকাশিত ভাস্কর চক্রবর্তীর প্রথম বই 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' বাংলা কবিতায় একটি নতুন পথের সৃষ্টি করে।"[৩]

একজন কবি যেমন করে আরেকজন কবিকে অতি সহজেই বুঝতে বা অনুভব করতে পারেন তেমনটি সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কবি জয় গোস্বামী বাংলা আধুনিক কাব্যজগতে ভাস্কর চক্রবর্তীর অবস্থানকে সহজেই চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। আমরা জয় গোস্বামীর মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলতে পারি যে, ষাটের দশক তো বটেই পরবর্তী বিংশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতার মত সহজ সরল ভাবে ও ভাষায় প্রাত্যহিক যাপিত জীবনের কথা আর কেউ এমন করে তুলে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। ভাস্কর চক্রবর্তীর প্রিয় ঋতু শীতকাল। কবি জীবনানন্দ দাশের যেমন বনলতা সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যেমন নীরা, বিনয় মজুমদারের যেমন গায়ত্রী ঠিক তেমনি ভাস্কর চক্রবর্তীর প্রিয় মানসী নারীর নাম সুপর্ণা। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সালের এই ছয় বছরের মধ্যে 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এই কাব্যগ্রন্থে সর্বমোট চল্লিশটি কবিতা রয়েছে। সহজ সরল ভাষায় আত্মকথনধর্মী ভঙ্গিতে মধ্যবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক যাপিত জীবনের চিত্র তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা উদাহরণ হিসেবে 'চৌ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমরা চারজন' কবিতার কিছুটা অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করছি।

" 'এদিকে স্বর্গের পথ' - বলে এক একচক্ষু নারী হঠাৎ হারিয়ে গেল-
চৌ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমরা চারজন হেসে উঠলাম- এ-ওর মুখের
দিকে, তাকিয়ে আমরা হেসে উঠলাম
যেন স্বর্গে যাবো বলে
...

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 – 490
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পোস্ট-মাস্টারের মেয়ে শুধুমাত্র জুতোজোড়া নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছে
তার সঙ্গে গোলাপি যুবক তারা স্বর্গে যাবে
আমাদের স্বর্গ নেই স্যারিডন আছে।"[৪]

কবিতাটির প্রথম চারটি লাইন এবং শেষ তিনটি লাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবনের যে সমস্ত অনুভূতি রয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল ভালোবাসা। ভালোবাসায় কি না হয়! ভালোবাসা দিয়ে সহজেই স্বর্গের রাস্তাও খুলে যেতে পারে। পোস্ট-মাস্টারের মেয়ে টাকা-পয়সা অথবা শাড়ি-গয়না নিয়ে নয়, কেবল মাত্র জুতো জোড়া নিয়ে ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে স্বর্গে যাবে বলে বেড়িয়ে গেছে। তবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এত কিছু থাকতেও কেন সে জুতো জোড়া নিয়ে গেল? তার অন্যতম কারণ স্বরূপ বলা যায় যে শূন্যহাতে চলে গেলেও খালি পায়ে যেহেতু রাস্তায় হাঁটা যায় না, পথ চলা যায় না তাই সে জুতো জোড়া নিয়ে ভালোবাসার স্বর্গের পথে এগিয়ে চলেছে। আর আমাদের মত মধ্যবিত্ত সমাজে মূল্যবোধ, পণপ্রথা ইত্যাদি থাকতে পারে কিন্তু যেহেতু প্রধান জিনিস ভালোবাসা নেই তাই আমাদের বিরক্তি বোধে কিংবা হতাশা ও বিতৃষ্ণানা'য় মাথা-টাথা ধরতে পারে, তাই আমাদের স্বর্গ নেই, স্যারিডন আছে। তাঁর 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' কাব্যগ্রন্থে একাধিকবার জুতার প্রসঙ্গে এসেছে। আমার বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি কবিতার কিছুটা অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করছি।

১. "এক কুশ্রী মহিলা একুশদিন তোমাকে তিরস্কার করেছে প্রত্যেক সন্ধেবেলা
এক শুয়োর, এই সেইদিন তোমাকে অপমান
করেছে, তোমার আত্মা, লম্বা **জুতোর** চেয়েও আরও লম্বা হয়ে গেছে হঠাৎ-"[৫]

২. "মুখের চামড়া টান, লোকে বলে- 'গম্ভীর মানুষ, একলা ঘরের কোণে থাকে'-
কিসের গাম্ভীর্য? আহা, দুতিনটে কবিতা লিখি বলে?
তুমি জানো, আমি শালা ভিখারির চেয়েও ভিখারি
সিঁড়ির তলায় **জুতো** ছেড়ে
তোমার নিরালা ঘরে উঠে যাই, নেমে আসি-..."[৬]

৩. "জুতোর ফিতের মতো, ভাঁজ হয়ে
আমি আর শুয়ে থাকতে চাই না বিছানায়
অলস ছায়ার মতো, আমি আর চাই না বিছানায় মিলিয়ে থাকতে।"[৭]

উপরিক্ত তিনটি কবিতায় যেমন 'জুতো' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে তেমনি সমগ্র 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' কাব্যগ্রন্থে ঊনচল্লিশ বার 'জুতো' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। কবি ভাস্কর চক্রবর্তী'র একটি সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পারি যে মানুষ যেমন করে বই সাজিয়ে রাখে, তেমনি কবিও নতুন ও পুরনো সমস্ত জুতো সাজিয়ে রেখে দিতেন। 'জুতো' শব্দটি কবির প্রিয় শব্দগুলির মধ্যে একটি। কবি এখানে 'জুতো' শব্দকে শুধুমাত্র পাদুকা এই একটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেন নি, বরং বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কখনো শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের একটি চিহ্ন হিসেবে, আবার কখনো জীবনের পথ চলার অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত করেছেন।

'জুতো' শব্দটির মতো 'বিছানা' ও 'ঘুম' শব্দটিও তাঁর কবিতায় একাধিকবার এসেছে। আমাদের মনে হয় এই দুইটি শব্দ যেন একে অপরের পরিপূরক, অনেকটা আশ্রয় এবং আশ্রিতের মতো। বিছানা হল আশ্রয় আর ঘুম আশ্রিত। আমরা কবি ভাস্কর চক্রবর্তী কাব্যভাষা নির্মাণে এই দুই শব্দের ব্যবহার কেমন ভাবে তাঁর রচনায় এসেছে সেই বিষয়টি বোঝাবার জন্য কয়েকটি কবিতার কিছুটা অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে বেছে নেব।

১. 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা আমি তিনমাস **ঘুমিয়ে** থাকবো - প্রতি সন্ধ্যায়
কে যেন ইয়ার্কি করে ব্যাঙের রক্ত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 – 490
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঢুকিয়ে দেয় আমার শরীরে - আমি চুপ করে বসে থাকি – অন্ধকারে।"[৮]

২. "পাশের বাড়ির বুড়োটা
আজ ভোরবেলা থেকেই কাঁদতে শুরু করেছে **ঘুমের** জন্যে, **ঘুম**,
ওই বাড়ির ছোটো ছেলে
চুরি করতো সিমেন্ট আর হঠাৎ মরে গেলো একদিন
আমি একদিন প্রচণ্ড লাথি মেরেছিলাম ওকে - আজ বিছানায়
পড়ে রয়েছে আমার সকালবেলার হাত-পা আর মুখ- আমার আত্মা
আজ ভোরবেলা থেকেই সেদ্ধ হচ্ছে আমার ঘরে।"[৯]

এখানে প্রথম কবিতাটিতে বক্তা সুপর্ণাকে প্রশ্ন করে জানতে চান যে, শীতকাল কবে আসবে কেননা তাহলেই তিনি তিনমাস ঘুমিয়ে থাকতে পারবেন। শীতকাল এই কবিতায় কেবলমাত্র বিশেষ ঋতু নয়, বরং একটি প্রতীক বলেই মনে হয়। শীতকাল এখানে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের কথাকে বোঝাবার জন্য এবং ঘুম ক্লান্তি থেকে মুক্তি লাভের উপায় হিসাবে চিত্রায়িত হয়েছে। জন সমাজের পথচলতি মানুষের ইয়ার্কি যেন তার কাছে ব্যাঙের রক্ত বলে প্রতিভাত হয়েছে এবং সেই রক্তকে অথবা কারা যেন তার শরীরে ইনজ্যাক্ট করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ফলে সেই অপমান-অবসাদ-বিষন্নতাকে কাটিয়ে উঠতে তিনি অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে থেকে ঘুমের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। এই কবিতায় একটা অ্যাবসার্ডিটির প্রকাশ আমরা দেখতে পাই এবং ঘুম এখানে আশ্রিত প্রশান্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে বলেই মনে করি। আর দ্বিতীয় কবিতাটিতে 'ঘুম' শান্তি ও মৃত্যুর সম্ভাবনার দিকটিকে ইঙ্গিত করছে। ঘুমের প্রসঙ্গে আমরা কবি জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করতে পারি।

"বধূ শুয়ে ছিল পাশে-শিশুটিও ছিল;
প্রেম ছিল, আশা ছিল-জ্যোৎস্নায়-তবু সে দেখিল কোন্ ভূত?
ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল-লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি!
রক্তফেনা-মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনোদিন জাগিবে না আর।"[১০]

কবি জীবনানন্দ দাশের মতো ভাস্কর চক্রবর্তীর কাব্যেও 'ঘুমে'র প্রসঙ্গ নানাভাবে ও বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এসেছে। 'ঘুম' কখনো মৃত্যুর প্রতীক হয়ে এসেছে, আবার কখনো বা ক্লান্ত জীবনের বিরতি হিসেবে কিংবা অবসাদগ্রস্ত জীবন ভুলে থাকবার জন্য অথবা নতুন করে বাঁচবার ইঙ্গিত রূপেও ঘুমের প্রসঙ্গ এসেছে। কবির কাব্য ভাষা নির্মাণে 'ঘুম' এবং 'বিছানা' যে তাঁর প্রিয় বিষয় যা কবির রচিত গ্রন্থগুলির নামকরণের দিকে তাকালেও বুঝতে পারা যায়। যেমন একটি গদ্য প্রবন্ধের বইয়ের নাম 'শয়নযান' এবং একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'তুমি আমার ঘুম'।

ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতায় বিগত প্রেম, ব্যর্থতার স্মৃতি, ওষুধপত্র, মরুভূমি, স্বপ্ন, দেবতা, মাস্টারমশাই ইত্যাদি বিষয় প্রায়ই ঘুরে ফিরে এসেছে। এছাড়াও গদ্যছন্দে কথ্য ভাষার প্রয়োগ তাঁর কবিতায় দেখা যায়। যেমন – 'নরকে' নামক একটি কবিতায় এই কথ্য ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়।

"ঠিক একটা নরকের মধ্যে আমি বেঁচে আছি।
সেদিন একটা ছেলেকে
দেখলাম, তার বাবার গায়ে গরম জল ঢেলে দিচ্ছে-

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 – 490
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একটা লোককে দেখলাম **পেচ্ছাপ** করতে-করতে কাঁদছিলো।
মৃতদেহ, এখান দিয়ে গান-বাজনা শুনতে-শুনতে বেড়াতে যায়-''[১১]

তিনি তাঁর কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট ও যন্ত্রণাকে তুলে ধরার জন্য এবং সমস্ত রকমের কৃত্রিমতা'কে দূরে সরিয়ে বাস্তব জীবনের চিত্রকে জীবন্ত ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য কথ্য ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন।আমাদের আলোচ্য উপরিক্ত কবিতায় ব্যবহৃত 'পেচ্ছাপ' শব্দটি মূলত কথ্য ভাষার শব্দ। এই শব্দটির শুদ্ধ বা প্রমিত রূপ হল প্রস্রাব। নরকের অবস্থানকে আরো বেশি বাস্তবায়িত করে কবিতায় তুলে আনার জন্য এবং কবির ব্যক্তিগত কাব্য ভাষা তৈরীর জন্য তিনি প্রস্রাব শব্দের পরিবর্তে 'পেচ্ছাব' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা নির্মাণের আরও একটি শৈলী হল যতি চিহ্নের যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা। আমরা উদাহরণ রূপে তাঁর 'স্বপ্ন দেখার মহড়া' কাব্যগ্রন্থের 'জটা' নামক কবিতার কিছুটা অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করছি।

''একটা ভুল জীবন প্রেতের মতো ভুল একটা মৃত্যু প্রেতের মতো আমাকে
নিয়ে খেলছে
আজ কতো তারিখ সোম না মঙ্গলবার আমি জানতে চাইছি আর
পারছি না মনে করতে পারছি না কিছুতেই
মিষ্টি আর দোমড়ানো মোচড়ানো মুখগুলো এখন রাস্তায় ভাসছে
কেন বিষন্নতা আমায় কামড়ে ধরেছিলো উনিশ বছর বয়সে আমি দেখতে পাচ্ছি
আমার মাথা নীচু হয়ে আসছে লজ্জায়।''[১২]

উপরিক্ত কবিতাটিতে যতি চিহ্ন ব্যবহার না করার ফলে পাঠক পংক্তিগুলিকে বিভিন্নভাবে পড়বার স্বাধীনতা পায়, ফলে কবিতার অর্থ শুধুমাত্র এক রৈখিক না হয়ে বহুস্তরীয় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কবিতাটিতে দেখা যায় যে পূর্বের একটি ভুল সিদ্ধান্ত কিভাবে তাকে নিয়ে খেলা করছে, বর্তমান জীবনের সমস্ত কিছু বিস্মৃতির আড়ালে চলে যাচ্ছে এবং বিষন্নতা তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। যতি চিহ্ন ছাড়া কবিতা নির্মাণ করার অর্থ এই নয় যে, কবিতা লেখার নিয়মকে তিনি ভেঙে দিচ্ছেন বরং কবিতায় অর্থের স্বাধীনতা, ভাবের গতি প্রবাহ এবং শৈল্পিক প্রকাশকে নতুন ভাবে বিনির্মাণ করছেন কবি।

তাঁর কবিতায় ভাষা নির্মাণে এবং রচনা রীতিতে প্রমুখন ও বিচ্যুতি'র অজস্র নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

''শহর এখন ঢলে পড়ছে নদীতে
জ্যোৎস্নায় সরু গলিতে এখন ঝরে পড়ছে বিনীত নিবেদন।''[১৩]

উপরিক্ত প্রথম পংক্তিটিতে বিচ্যুতির নিদর্শন এবং দ্বিতীয় পংক্তিটিতে প্রমুখনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রথম পংক্তিটির বিচ্যুতির সাধারণ ক্রম হবে 'শহর এখন নদীতে ঢলে পড়ছে'। আর দ্বিতীয় পংক্তিটির প্রমুখনের স্বাভাবিক ক্রম হবে 'এখন জ্যোৎস্নায় সরু গলিতে বিনীত নিবেদন ঝরে পড়ছে'। 'নিজস্ব মাদল' কবিতায় শহরের ঢলে পড়ার প্রসঙ্গে নদীকে এবং বিনীত নিবেদনের মত সরু গলিতে জ্যোৎস্নার ঝরে পড়ার সৌন্দর্যকে নান্দনিকতা দান করার জন্য বিচ্যুতি ও প্রমুখন সৃষ্টি করছেন কবি। বিশেষত কবিতার নির্মাণে বিচ্যুতি ও প্রমুখন ভাষাশৈলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যেখানে বিচ্যুতি প্রচলিত ব্যাকরণের কাঠামোকে ভেঙে নতুন করে সৃষ্টি করে এবং প্রমুখন সেই নতুনত্বের মধ্যে পাঠকের মনে বিশেষভাবে ধাক্কা দিয়ে চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। তাই কবিতার ভাষাশৈলী নির্মাণে প্রমুখন ও বিচ্যুতির ভূমিকা অনবদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এই কবিতাটিতে ও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কবি ভাস্কর চক্রবর্তী কেন কবিতা লিখতে এসেছিলে সে কথার এক রকম কৈফিয়ত দিয়েই তিনি বলছেন –

''আমি যা, আমি তাই। লেখাই আমার ধর্ম। আমার বেঁচে থাকা। লিখতে তো হবেই। আর তা, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেও বটে। - জীবন থেকে অতিরিক্ত কিছু চাইতে গেলেই শুরু হয় গণ্ডগোল। সাহিত্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 – 490
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> থেকেও, সেই রকমই। 'মা ফলেষু কদাচন', কতোবার যে পড়তে হয়েছে, কতোবার যে শুনতে হয়েছে কথাটা, আমি মনে মনে, ঐ কথাটাকে আঁকড়ে ধরেই আবার লিখতে শুরু করলাম।"[১৪]

কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর লেখাই তাঁর প্রাণধর্ম। না লিখে তিনি থাকতে পারেন না। বেঁচে থাকার জন্য অথবা জীবনে টিকে থাকার জন্য তিনি বারে বারেই কবিতার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। একজন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে অকপটে মধ্যবিত্ত মানুষের যাপিত জীবনের এক আলেখ্য তাঁর কবিতায় বারে বারেই ফুটে উঠতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে আমরা 'ডাল', 'ভিখারি', 'ছোটবোন' ইত্যাদি কবিতার নাম করতে পারি। এছাড়াও তাঁর কবিতায় প্রায়ই রাস্তার প্রসঙ্গ এসেছে। আমরা রাস্তা বিষয়ক কয়েকটি কবিতার কিছুটা অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করে বিষয়টি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

১. "রাস্তা সেদিকেই যাবে যেদিকে তুমি যেতে চাও
রাস্তার কথাটা আমরা প্রায়
ভুলতেই বসেছিলাম
সেদিন আপাত শান্ত এক সভা থেকে একটা রাস্তা
লাফিয়ে বেরিয়ে পড়লো
আমাদের বগলের ভেতর থেকে আরেকটা
দু একটা রাস্তা আমাদের স্বপ্নের দিকে চলে গেছে।"[১৫]

২. 'সবুজ কাঠের বারান্দা, তুমি
শিখিয়েছো আমাকে
একলা হতে। একা
ভাঙা রাস্তাঘাটে আমি ঘুরে মরছি
আবার। আবার
এলো ঘাম-ঝরানো দিন..."[১৬]

প্রথম কবিতাটির 'নাম কথাটা যখন রাস্তা নিয়ে' এবং দ্বিতীয় কবিতাটি 'রাস্তায় আবার' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। দুটো কবিতাতেই রাস্তার প্রসঙ্গ এসেছে, তবে তা ভিন্নভাবে।প্রথম কবিতায় রাস্তা কোন ভৌগলিক সীমায়িত পথ নয় বরং উপায়ের অবলম্বন বা ভিন্ন ভিন্ন পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আর দ্বিতীয় কবিতায় রাস্তা সমাজ জীবনের একাকীত্ব এবং অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে সংগ্রাম ও লড়াই করে বেঁচে থাকাকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি জায়গায় তাঁর কবিতায় পথের কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন যে –

> "প্রথম থেকেই আমার কবিতায় ছাব্বিশ/ সাতাশটা পথ খোলা ছিল। পথের কথাটা হয়তো একটু বেশীই লিখলাম। কিন্তু আজকাল ওই প্রত্যেকটা পথেই একটু ঘুরে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করে।"[১৭]

কবি ভাস্কর চক্রবর্তী তাঁর কবিতাকে নিয়ে গেছেন পথে-ঘাটে, বাজারে,স্কুলে, মধ্যবিত্ত সংসারের আনাচে-কানাচে। সুনিপুণ চিত্রকরের মতন আপামর সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানান চিত্র তাঁর কবিতার ক্যানভাসে ভেসে উঠেছে। তিনি মনে করতেন সমস্ত পৃথিবীটাই কবিতা দিয়ে তৈরি। তাই তাঁর কবিতার বিষয়ে সিগারেট, অসুখ-ঔষধ, নিঃসঙ্গ মোমবাতি, টেবিলের উপর পড়ে থাকা একটা দেশলাই, দু'টো চশমা, চলন্ত ট্যাক্সির ভেতরে কাঁদতে থাকা একলা এক যুবতী, হোস্টেলের বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়া মেয়েদের আনন্দের কথা উঠে এসেছে। 'আমার কবিতা' নামে একটি কবিতায় তিনি বলেছেন-

"আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি বাজারে
ঝুড়িতে ফলের মতো রেখে দিয়ে
দূর থেকে দেখেছি একেলা
সে ঠিক আমারই মতো অবিকল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 – 490
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আমার কবিতা।"[১৮]

কবি ভাস্কর চক্রবর্তী যেমন ভাবে জীবন কাটিয়েছিলেন, ঠিক তেমনটাই অবিকল ভাবে তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা, দৃশ্য ও গন্ধ তাঁর কবিতায় বারবার উঠে এসেছে। তাঁর কবিতায় অসুখ ও মৃত্যুর কথা প্রায়ই ঘুরে ফিরে এসেছে। হয়তো কবি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন এবং মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন বলেই অসুখ ও মৃত্যু তাঁর কবিতায় একটা মোটিফ হিসাবে দেখা দিয়েছে। কবির নিজস্ব কাব্য ভাষা নির্মাণে 'অসুখ' ও 'মৃত্যু' এই শব্দ দুটোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করি। আমার বক্তব্যের সমর্থনে এই বিষয়ে আমরা তাঁর কয়েকটি কবিতা থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করব।

১. "আমি কি অসুখ থেকে
কোনোদিন
উঠে দাঁড়াবো না? আজো রাত
জাগাজাগি হয়।
শরীর মিলিয়ে যায়
নরম শরীরে। - আমি শুধু
আমার পৃথিবী দেখে যাই...।"[১৯]

২. "জিরাফের গলার মতন লম্বা
একটা অসুখ
আমাকে ডুবিয়েছিলো-
আমাকে ফাঁসিয়েছিলো-"[২০]

৩. 'ওরা দেখতে চায় আমি ছটফট করতে করতে মরে যাচ্ছি।
মরছি শুধু মরে যাচ্ছি। দেখতে চায়
ঘুরছি আমি জঙ্গলে ঘুরছি একা - শহরের রাস্তা জুড়ে
ন্যাংটো হয়ে হাঁটছি আমি। ঝুলছি দড়িতে।
এটা সত্যি মরছি আমি। তবে তা স্বেচ্ছায় কিছু, কিছু অনিচ্ছায়।"[২১]

কবি ভাস্কর চক্রবর্তী'র কবিতায় 'অসুখ' ও 'মৃত্যু'র প্রসঙ্গ কেবলমাত্র শারীরিক অসুস্থতা ও জৈবিক মৃত্যুর বিষয় হিসেবে আসে নি, বরং সমাজে মানুষের মানসিক সংকট, একাকীত্ব এবং অস্তিত্ব-সংশয়ের প্রতীক রূপে এসেছে। তাঁর কবিতায় 'মৃত্যু' শুধুমাত্র জীবনের সমাপ্তি নয়, তা যেন মানব জীবনের এক কঠিন নির্মম সত্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। আধুনিক সমাজে মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা ও নিঃসঙ্গতাকে তিনি 'মৃত্যু' ও 'অসুখে'র মাধ্যমে কবিতায় শিল্প রূপ দিয়েছেন। 'মৃত্যু' সম্পর্কে ভাস্কর চক্রবর্তী একটি জায়গায় বলেছিলেন যে –

> "মৃত্যুকে একসময় বড়ো বেশি সমীহ করা হয়ে গেছে সুমন্ত। আমি এখন বেদনামুক্ত। স্বাধীন।
> - কী চাও তুমি বলো তো?
> সুমন্ত, অন্ধকারে অনেকটাই ঘুরতে হল আমাকে। আমি চেয়েছিলাম নির্ভার একটা জীবন যেখানে কোনো মৃত্যুবেদনা থাকবে না। শেষপর্যন্ত, আমি তা পেয়েছি। মৃত্যুভাবনা আমাকে আর টস্কাতে পারে না। সত্যকে অনুভব করার মতো সামান্য জ্ঞান আমি মিশিয়ে নিয়েছি জীবনে।"[২২]

'শয়নযান' নামক গ্রন্থে কবি সুমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নিজের মৃত্যু ভাবনা সম্পর্কে উপরিক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি বোধ করি মৃত্যু নিয়ে আর বিশেষ চিন্তান্বিত ছিলেন না। তাই হয়তো তাঁর শেষ কবিতার বই 'জিরাফের ভাষা' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতার শেষ দুটি লাইনে বলে গিয়েছিলেন –

> "তোমাকে দুঃখিত করা আমার জীবন ধর্ম নয়/ চলে যেতে হয় বলে চলে যাচ্ছি, না হলে তো আরেকটু থাকতাম।"[২৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 – 490
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শুধু তাই নয় মৃত্যুর পরেও তিনি কবিতা লিখে যেতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলেছিলেন -

> "মৃত্যুর পরেও, আমি কবিতা লিখে
> পাঠিয়ে দেবো তোমাদের।
> সারাজীবন অদ্ভুত একটা মেয়ের কাছে
> তোমরা চিঠির পর চিঠি লিখবে।
> ...
> সারা সকাল আমি
> কবিতা লিখবো। সারা দুপুর আমি
> কবিতা লিখবো। আর সারাদিন
> নীল একটা
> হাওয়া বইবে আমার জন্যে। আর পাখিরা
> আমার জন্যে উড়তে উড়তে
> নিয়ে আসবে কলকাতার খবর।"[২৪]

ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা পড়তে পড়তে আমরাও হয়তো কখনো কখনো তাকে পেয়ে যাবো ফুটপাতে, বাজারে অথবা রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে। এই সকল জায়গা থেকেই কবির কবিতার কাব্য ভাষাশৈলী উঠে আসে এবং আমাদের তা মুগ্ধ ও প্রাণিত করে।

Reference:

১. ঠাকুর, 'রবীন্দ্রনাথ', 'উৎসর্গ', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০১৭, পঞ্চম সংস্করণ, চৈত্র - ১৩৯৫, পৃ. ৪৩
২. চক্রবর্তী, ভাস্কর, 'শয়নযান', উর্বী প্রকাশন, কলকাতা - ৭০০০১৪, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি - ২০১৮, পৃ. ৩২
৩. গোস্বামী, জয়, 'আকস্মিকের খেলা', প্রতিভাস, ১৮/এ, গোবিন্দ মন্ডল রোড, কলকাতা- ৭০০০০২, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি- ২০০৮, পৃ. ৫৪
৪. মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত (সম্পা), 'কবিতা সমগ্র ভাস্কর চক্রবর্তী', প্রথম খন্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, এ.এস ১/১, গল্ফগ্রিন, ফেজ-১, কলকাতা-৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি- ২০১০, পৃ. ৩০
৫. তদেব, পৃ. ৩১
৬. তদেব, পৃ. ৩৭
৭।তদেব, পৃ. ৪৩
৮. তদেব, পৃ. ৩৫
৯. তদেব, পৃ. ৩৭
১০. গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা), 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র', ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল- ২০০৪, পৃ. ২৩৪
১১. মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত (সম্পা), 'কবিতা সমগ্র ভাস্কর চক্রবর্তী', প্রথম খন্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, এ.এস ১/১, গল্ফগ্রিন, ফেজ-১, কলকাতা-৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি - ২০১০, পৃ. ১০৩
১২. তদেব, পৃ. ১৮০
১৩. মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত (সম্পা), 'কবিতা সমগ্র ভাস্কর চক্রবর্তী', দ্বিতীয় খন্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, এ.এস ১/১, গল্ফগ্রিন, ফেজ-১, কলকাতা-৯৫, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল-২০১০, পৃ. ৯৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 482 – 490
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৪. মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত এবং চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা), 'গদ্যসমগ্র ভাস্কর চক্রবর্তী', প্রথম খন্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ৩/৫২ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি - ২০১৩, পৃ. ২২৪
১৫. মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত (সম্পা), 'কবিতা সমগ্র ভাস্কর চক্রবর্তী', প্রথম খন্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, এ.এস ১/১, গল্ফগ্রিন, ফেজ-১, কলকাতা-৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি- ২০১০, পৃ. ২১২
১৬. মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত (সম্পা), 'কবিতা সমগ্র ভাস্কর চক্রবর্তী', প্রথম খন্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, এ.এস ১/১, গল্ফগ্রিন, ফেজ-১, কলকাতা-৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি - ২০১০, পৃ. ১১১
১৭. সামন্ত, সুবল (সম্পা), 'বাংলা কবিতা : সৃষ্টি ও স্রষ্টা', এবং মুশায়েরা, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে - ২০১৫, পৃ. ১০৭
১৮. মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত (সম্পা), 'কবিতা সমগ্র ভাস্কর চক্রবর্তী', দ্বিতীয় খন্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, এ.এস ১/১, গল্ফগ্রিন, ফেজ-১, কলকাতা-৯৫, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল-২০১০, পৃ. ২০৭
১৯. মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত (সম্পা), 'কবিতা সমগ্র ভাস্কর চক্রবর্তী', প্রথম খন্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, এ.এস ১/১, গল্ফগ্রিন, ফেজ-১, কলকাতা-৯৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি - ২০১০, পৃ. ৭৯
২০. মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত (সম্পা), 'কবিতা সমগ্র ভাস্কর চক্রবর্তী', দ্বিতীয় খন্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, এ.এস ১/১, গল্ফগ্রিন, ফেজ-১, কলকাতা-৯৫, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল-২০১০, পৃ. ১৬২
২১. তদেব, পৃ. ১৩৫
২২. মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত এবং চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা), 'গদ্যসমগ্র ভাস্কর চক্রবর্তী', প্রথম খন্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ৩/৫২ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি -২০১৩, পৃ. ৩১৫
২৩. মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত (সম্পা), 'কবিতা সমগ্র ভাস্কর চক্রবর্তী', দ্বিতীয় খন্ড, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, এ.এস ১/১, গল্ফগ্রিন, ফেজ-১, কলকাতা-৯৫, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল-২০১০, পৃ. ১৫০
২৪. তদেব, পৃ. ৭৫